গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
আগারগাঁও, ঢাকা
(কাস্টমস)

স্থায়ী আদেশ নং- ১৮/২০২৩/কাস্টমস

তারিখ: ১১ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ২৪ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

স্থায়ী আদেশ

বিষয়: বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সম্পাদিত **Agreement on the use of Chattogram and Mongla Port for Movement of Goods to and from India** এর আওতায় উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত **Standard Operating Procedure (SOP)** অনুযায়ী ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের কাস্টমস প্রক্রিয়াদি সম্পাদন।

বিষয়োল্লিখিত চুক্তি এবং এতদসংশ্লিষ্ট Standard Operating Procedure (SOP) এর আওতাধীন ভারতীয় ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের কাস্টমস প্রক্রিয়াদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, ইতঃপূর্বে জারিকৃত কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি-১৯ এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ স্থায়ী আদেশ জারী করিল:

২। **সংজ্ঞা:** এই স্থায়ী আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) **"অনুমোদিত ব্যক্তি"** অর্থ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের ঘোষণা, ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট গ্যারান্টি বা কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টি দাখিলের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং বিধিমালার অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট;

(খ) **"আইন"** অর্থ Customs Act, 1969 (Act No.IV of 1969);

(গ) **"আমদানি মেনিফেস্ট"** অর্থ আইনের section 2 এর clause (ll) এ সংজ্ঞায়িত import manifest;

(ঘ) **"এজেন্ট"** অর্থ আইনের section 2 এর clause (a) তে সংজ্ঞায়িত agent;

(ঙ) **"কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম"** অর্থ আইনের Section 2 এর Clause (ii) এ সংজ্ঞায়িত Customs Computer System;

(চ) **"কাস্টমস বন্ড বা লেটার অব গ্যারান্টি"** অর্থ ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থের বিপরীতে ৩০০ শত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা;

(ছ) **"কাস্টমস ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা"** অর্থ কোন দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি অথবা প্রটোকল অথবা Standard Operating Procedure (SOP) অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত স্থায়ী আদেশ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত ফরমে প্রদত্ত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা। কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিলতব্য বা দাখিলকৃত IM-8 (পরিশিষ্ট-১) এবং T1 (পরিশিষ্ট -২) ঘোষণাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(জ) **"কাস্টমস স্টেশন"** অর্থ আইনের section 2 এর clause (k) তে সংজ্ঞায়িত customs station;

(ঝ) **"চুক্তি"** অর্থ ২৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতান্ত্রিক ভারত সরকারের মধ্যে সম্পাদিত Agreement on the use of Chattogram and Mongla Port for Movement of Goods to and from India between the People's Republic of bangladesh and the Republc of India;

(ঞ) **"ট্রানজিট অপারেটর"** অর্থ এই স্থায়ী আদেশের অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত অপারেটর;

(ট) **"বোর্ড"** অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President's Order No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ঠ) **"বৃহৎ আকৃতির পণ্য"** অর্থ ৪০ ফুট × ৮ ফুট × ৯ ফুট বা তাহার অধিক আয়তন বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম যাহা কন্টেইনারজাতকরণের যোগ্য নয়;

(ড) **"বিধিমালা"** অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট বিধিমালা, ২০২১;

(ঢ) **"যানবাহন (Conveyance)"** অর্থ আইনের section 2 এর clause (g) এ সংজ্ঞায়িত যানবাহন;

(ণ) **"শুল্ক-কর (Duties and Taxes)"** অর্থ আইনের অধীন আমদানি পর্যায়ে আদায়যোগ্য Customs Duty, Regulatory Duty, Countervailing Duty, Anti Dumping Duty, Safeguard Duty; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন আমদানি পর্যায়ে আদায়যোগ্য মূল্য সংযোজন কর, আগাম

কর ও সম্পূরক শুল্ক এবং Income Tax Ordinance, 1984 এর অধীন আমদানি পর্যায়ে আদায়যোগ্য অগ্রিম আয়কর; এবং

(ত) **"স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর"** অর্থ চুক্তি-এর আওতায় ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পাদিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর।

৩। ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট রুট: নির্ধারিত রুট হইবে ভারত ও বাংলাদেশ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত এতদসংশ্লিষ্ট চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত এবং পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লিখিত রুট।

৪। নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ: বিধিমালার বিধি-৬ এ উল্লিখিত পণ্যসমূহ এবং বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান অনুসারে আমদানি নিয়ন্ত্রিত (restricted) পণ্যসমূহ ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট করা যাইবে না।

৫। ট্রানজিট অপারেটর হিসাবে তালিকাভুক্তকরণ: (১) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের অপারেটর হিসাবে তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ২(ক) এ বর্ণিত অনুমোদিত ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউসের লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করিবেন:

ক) পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী আবেদন;

খ) ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট লাইসেন্সের হালনাগাদ নবায়িত সত্যায়িত অনুলিপি;

গ) তথ্য প্রযুক্তির সক্ষমতার বিবরণী;

(২) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স শাখায় সংরক্ষিত তথ্য এবং কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবেদনকারীর তথ্য যাচাই বাছাই করিবেন। আবেদনকারীর বিগত ৫ বছরের কাজের তথ্য, পরিপালন রেকর্ড এবং অনিয়ম বা অপরাধের তথ্যও যাচাই করিতে হইবে এবং আবেদনকারীর নিকট সরকারের কোন নিরঙ্কুশ বকেয়া থাকিলে তালিকাভুক্তির অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(৩) উক্তরূপ যাচাই বাছাই এর ফলাফল সন্তোষজনক হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে তালিকাভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিবার জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন:

ক) কমিশনার অব কাস্টমসের অনুকূলে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার অফেরতযোগ্য ট্রেজারি চালান এবং আবেদন ফি এর উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের চালানের কপি;

খ) কমিশনার অব কাস্টমসের অনুকূলে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ১০ লক্ষ টাকার নিঃশর্ত এবং অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি;

গ) পরিশিষ্ট-৫ অনুযায়ী কমিশনার অব কাস্টমসের নিকট ৫০ লক্ষ টাকার রিস্ক বন্ড;

(৪) দাখিলকৃত সকল দলিলাদি যাচাইয়ান্তে সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের মধ্যে ট্রানজিট অপারেটর হিসাবে তালিকাভুক্ত করিয়া অনুমোদিত ব্যক্তির অনুকূলে পরিশিষ্ট-৬ অনুযায়ী তালিকাভুক্তির সনদ জারি করিবেন;

(৫) যেই ক্ষেত্রে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হইবে সেই ক্ষেত্রে কাস্টম হাউস, মোংলা এবং যেই ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবাহিত হইবে সেই ক্ষেত্রে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম হইতে তালিকাভুক্ত হইতে হইবে। যেই স্থল কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের প্রবেশ বা প্রস্থান সংঘটিত হইবে সেই কাস্টমস স্টেশনেও অনুমোদিত ব্যক্তির মূল/রেফারেন্স লাইসেন্স থাকিতে হইবে। এরূপে তালিকাভুক্তির সনদ ও ট্রানজিট অপারেটরের তালিকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হইবে।

(৬) কোন ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২ (ক) অনুসারে অনুমোদিত ব্যক্তি এবং অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই হইবে।

(৭) ট্রানজিট অপারেটরের দায়িত্ব ও কর্তব্য: ট্রানজিট অপারেটর সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং বিধিমালায় উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি নিম্নরূপ বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিপালন করিবেন, যথা:-

ক) প্রত্যেক ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালানের ক্ষেত্রে কনসাইনর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার্পণপত্র দাখিল সাপেক্ষে প্রযোজ্য শুল্ক-করের বিপরীতে, এ আদেশের পরিশিষ্ট-৭ অনুযায়ী একটি কাস্টমস বন্ড দাখিল করিবেন;

খ) বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট মেয়াদের (৭ দিন) মধ্যে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন না হলে অথবা অন্য কোন কারণে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট এর পণ্য প্রস্থান বন্দরে না পৌঁছাইলে অথবা ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য অবৈধভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ ঘটিলে উক্ত পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্ক-কর এবং অর্থ দন্ড ও জরিমানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন; এবং

গ) প্রত্যেক ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন হওয়া মাত্র তালিকাভুক্ত অপারেটর ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন হওয়ার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস বন্ড অবমুক্তির জন্য আবেদন করিবেন।

৬। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় ভারতীয় ট্রানজিট পণ্যের কাস্টমস ছাড় প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

(ক) **কার্গো মেনিফেস্ট দাখিল:**

(i) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য বহনকারী জাহাজ বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দরে (Port of entry) আগমনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে The Customs Act, 1969 এর Section-43 এর sub section (2) এর বিধান অনুযায়ী কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে জাহাজের মাস্টার অথবা মেনিফেস্ট দাখিলের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে মেনিফেস্ট দাখিল করিতে হইবে। তবে, আইনের Section-43 এর sub section (5) এবং এই বিধানের আলোকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং ৪৭/২০২০/কাস্টমস, তারিখ: ১১/০৬/২০২০ খ্রি. অনুযায়ী জাহাজ আগমনের পূর্বেই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মেনিফেস্ট দাখিল করা যাইবে। ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট এর জন্য দাখিলকৃত মেনিফেস্টে ট্রানজিট এর জন্য নির্ধারিত কোড (Nature Code) উল্লেখ করিতে হইবে। অতঃপর মেনিফেস্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত মেনিফেস্টের তথ্যাদি যাচাই করিবেন এবং মেনিফেস্ট নিবন্ধন নিশ্চিত করিবেন।

(ii) স্থল বন্দরের মাধ্যমে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে পণ্যবাহী যানবাহন বাংলাদেশের স্থল বন্দরে প্রবেশকালে ট্রানজিট অপারেটর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে কার্গো মেনিফেস্ট দাখিল করিবেন।

(iii) তবে যে সকল স্থল কাস্টমস স্টেশন এর মাধ্যমে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য প্রবেশকালে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কার্গো মেনিফেস্ট দাখিল করার পদ্ধতি বা সুযোগ নাই, সেই সকল স্থল কাস্টমস স্টেশনের ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালি কার্গো মেনিফেস্ট দাখিল করা যাইবে।

(iv) ম্যানুয়ালি দাখিলকৃত মেনিফেস্টে For Transit/Transhipment উল্লেখ করিতে হইবে। মেনিফেস্ট এর তথ্য ASYCUDA World এ এন্ট্রি প্রদান করা হইলে উক্ত সিস্টেম কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেনিফেস্ট নিবন্ধন নাম্বার প্রদান করা হইবে।

(v) চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের মাধ্যমে এই চুক্তির আওতায় আগত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালি মেনিফেস্ট দাখিল করা যাইবে না।

(খ) জাহাজ বা অন্যান্য যানবাহন আগমন:

জাহাজ বা অন্য কোন যানবাহন আগমন করিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা দাখিলকৃত মেনিফেস্টের তথ্যের সহিত প্রাপ্ত জাহাজের অথবা অন্য কোন যানবাহনের ও ভান্ডারের তথ্য, সিলের অখন্ডতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি যাচাই করিবেন। জাহাজ বা অন্য কোন যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হইবে না।

(গ) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা দাখিল:

এই আদেশে সংজ্ঞায়িত ট্রানজিট অপারেটর পরিশিষ্ট-১ (IM-8) অনুযায়ী একটি ট্রানজিট ঘোষণা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিল করিবেন। কাস্টমস ট্রানজিট ঘোষণা প্রদানকালে IM-8 এর নিম্নবর্ণিত ঘর বা বক্সসমুহ অবশ্যই যথাযথভাবে পূরণ করিতে হইবে, যথা-

Box 50	Transit Operator Number, Name and Address
Box 52	The Transit Operator's guarantee or bond number which must be compatible with the transit operator entered in Box 50
Box 53	Office of Destination – transit exit point in Bangladesh
Box 54	Signature of the Transit Operator

ট্রানজিট ঘোষণার শুল্কায়ন বা অনুমোদনের নিমিত্ত ট্রানজিট অপারেটর নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনীয় দলিলাদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন। যথা:-

(i) বিল অব লেডিং (বিএল) অথবা ট্রাক রিসিপ্ট;

(ii) কমার্শিয়াল ইনভয়েস;

(iii) প্যাকিং লিস্ট; এবং

(iv) ৩০০ শত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে দাখিলকৃত কাস্টমস বন্ড।

(ঘ) কায়িক পরীক্ষা:

কায়িক পরীক্ষার জন্য পণ্যচালান নির্বাচনের ক্ষেত্রে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধি ১১ যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইলে পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ (বিল অব লেডিং অথবা ট্রাক রিসিপ্ট, কমার্শিয়াল ইনভয়েস এবং প্যাকিং লিস্ট) পরীক্ষণ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে পরীক্ষণ কর্মকর্তা দ্বারা (প্রয়োজনবোধে সার্ভেয়ারসহ) কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে। কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন হইলে কনটেইনারবাহী পণ্যচালানের ক্ষেত্রে প্রতিটি কনটেইনার ইলেকট্রনিক সিল দ্বারা আবদ্ধ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সিল নম্বর IM-8 এর পিছনের পাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। পরীক্ষণ কর্মকর্তা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে পরীক্ষণ প্রতিবেদন আপলোড করিবেন।

বৃহৎ আকৃতির পণ্য যাহা কন্টেইনার এ আবদ্ধ করা সম্ভব নয়, এইরূপ পণ্য কাস্‌টমস কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক কাস্টমস ট্রানজিট ঘোষণায় ঘোষিত পণ্যের শনাক্তকরণ মার্ক বা চিহ্ন পরীক্ষা ও যাচাই করিতে হইবে। অতঃপর মার্ক বা চিহ্ন এর বিষয় পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখপূর্বক তাহা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে আপলোড করিতে হইবে। কাস্টমস ট্রানজিট ঘোষণার সহিত পণ্যের মিল পাওয়া গেলে প্রস্থান বন্দরে পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে পরিবহন মাধ্যমে পণ্য বোঝাই করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে।

(ঙ) শুল্কায়ন:

ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট দলিলাদি নির্দিষ্ট শুল্কায়ন সেকশন এ দাখিল করিতে হইবে। শুল্কায়ন সেকশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম এ দাখিলকৃত ট্রানজিট ঘোষণা, প্রয়োজনীয় দলিলাদি, উল্লিখিত তথ্যাদির যথার্থতা, পণ্যের H.S Code এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি যাচাই করিবেন। যাচাইয়ান্তে যথাযথ প্রাপ্তিসাপেক্ষে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালানের শুল্কায়নপূর্বক প্রযোজ্য শুল্ক-কর, অন্যান্য ফি ও চার্জ এর পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন। শুল্কায়নকালে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০০০ এবং বিদ্যমান অন্যান্য বিধিবিধান প্রযোজ্য হইবে। অতঃপর এতদ্‌সংশ্লিষ্ট SOP এর আলোকে এই স্থায়ী আদেশের পরিশিষ্ট-৭ অনুযায়ী প্রযোজ্য শুল্ককরের বিপরীতে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে একটি কাস্টমস বন্ড দাখিল করিতে হইবে। ট্রানজিট অপারেটর পণ্যের মালিকের পক্ষে এই কাস্টমস বন্ড দাখিল করিবেন এবং অন্যান্য ফি ও চার্জ এর উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর (মূসক) প্রদান করিবেন। সার্বিক প্রক্রিয়াদি সম্পন্ন হইলে শুল্কায়ন সেকশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত কাস্টমস বন্ড এবং পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট সকল দলিলাদির অনুলিপি সংরক্ষণ করিবেন।

ট্রানজিট/ট্রানশিপমেন্ট সুবিধায় কন্টেইনারসহ পণ্যচালান বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে কন্টেইনারটি বাংলাদেশ হইতে বর্হিগমন হইবে এই শর্তে ট্রানজিট অপারেটর ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে একটি কাস্টমস রিস্ক বন্ড দাখিল করিবেন।

(চ) ফি ও চার্জ পরিশোধ:

i. ট্রানজিট অপারেটর এতদুদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত, পরিশিষ্ট-৮ এ উল্লিখিত হারে ফি ও চার্জ এবং এর উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর (মূসক) পরিশোধ করিবেন। ফি ও চার্জ এবং এর উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর (মূসক) পরিশোধের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট অথবা সরাসরি অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে; এবং

ii. দফা (i) এ উল্লিখিত ফি ও চার্জ এবং এর উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ছাড়াও সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যবিধ ফি, চার্জ অথবা মাশুল যথাক্রমে প্রবেশ ও প্রস্থান বন্দর ত্যাগের পূর্বেই পরিশোধ করিতে হইবে।

(ছ) স্ক্যানিং:

কন্টেইনারজাত সকল ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালানের ঘোষণার যথার্থতা যাচাইয়ের নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে স্ক্যানিং সম্পাদন করিতে হইবে এবং স্ক্যানিং এর সময় কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত না হইলে ইলেকট্রনিক সিল সংযুক্তকরণের জন্য পরবর্তী ধাপে অগ্রায়ন করা হইবে। তবে স্ক্যানিং এর সময় কোন

অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলে স্ক্যানিং এর ইমেজ কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম-এ সংরক্ষণপূর্বক উক্ত চালানের নিয়মিত কায়িক পরীক্ষা করিতে হইবে। কায়িক পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। তবে, যে সকল আগমনী বন্দরে স্ক্যানিং পরিসেবা নাই সে সকল বন্দরের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় উক্ত আদেশের ৬ (ঘ) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন করা যাইবে এবং কায়িক পরীক্ষণ ব্যতীত ছাড়কৃত পণ্যচালানসমূহ প্রস্থান বন্দরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে স্ক্যানিং সম্পন্ন করিতে হইবে।

(জ) পণ্যচালান ইলেক্ট্রনিক সিল দ্বারা সিলকরণ:

বিধিমালার বিধি-১৩ এর বিধান অনুযায়ী কন্টেইনার অথবা ট্যাংকার অথবা কাভার্ড ভ্যান (closed bodied truck) এ ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য পরিবহনের সকল ক্ষেত্রে পণ্যচালান এন্ট্রি পোর্ট ত্যাগের পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে অবশ্যই ইলেকট্রনিক সিল সংযুক্ত করিতে হইবে। কন্টেইনারজাত নহে এইরূপ খোলা পণ্য এন্ট্রি পোর্ট ত্যাগের পূর্বে প্রথমে কন্টেইনার অথবা ট্যাংকার অথবা কার্ভাড ভ্যান এ আবদ্ধ করিয়া ইলেকট্রনিক সিল সংযুক্ত করিতে হইবে। কন্টেইনারজাত নহে এই রূপ বৃহৎ আকৃতির বা বাল্ক পণ্যের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক সিল সংযোজন প্রয়োজন হইবে না। তবে এই ক্ষেত্রে পণ্যের গায়ে মার্ক বা চিহ্ন নির্দিষ্ট করে IM-8 এর পিছনের পাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ইলেকট্রনিক সিল এর সংযোজন, অবমুক্তকরণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এতদসংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবে। ইলেকট্রনিক লক ও সিল চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি কনটেইনার/ ট্রেইলার/ট্যাঙ্কার/কাভার্ড ভ্যান সিলকরণ (one time lock) এবং IM-8 এর পিছনের পাতায় সিল নম্বর লিপিবদ্ধ করিয়া এসকর্ট অফিসার-এর তত্ত্বাবধানে পণ্যচালান ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, ইলেকট্রনিক লক ও সিল চালু হওয়ার পরও প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় যথোপযুক্ত বিবেচনা করিলে যে কোন পণ্য ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট-এর ক্ষেত্রে বিধিমালার বিধি-১৭ অনুযায়ী এসকর্টের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(ঝ) প্রবেশ বন্দর হইতে এক্সিট:

উল্লিখিত কাস্টমস প্রক্রিয়াসমূহ সম্পাদনের পর ট্রানজিট অপারেটর প্রবেশ বন্দরের কাস্টমস পদ্ধতি সমাপনান্তে কাস্টমস কাউন্টার-এ রিলিজ অর্ডার দাখিল করিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা ইতোমধ্যে শুল্কায়িত ট্রানজিট ঘোষণার (IM-8) বিপরীতে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে যানবাহনের সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক T1 ট্রানজিট ঘোষণা তৈরী করিবেন। T1 ট্রানজিট ঘোষণায় ইলেকট্রনিক সিল নম্বর এবং স্ক্যানিং ইমেজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আপলোড করিবেন। ঘোষণার প্রিন্টেড কপিতে সিল এবং স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক ট্রানজিট অপারেটরের নিকট হস্তান্তর করিবেন। T1 এর একটি কপি পণ্যবাহী যানবাহনের সাথে থাকিবে। এই সকল আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পণ্যবাহী যানবাহন বহির্গমন বন্দর (port of exit) এর উদ্দেশ্যে প্রবেশ বন্দর (Port of Entry) ত্যাগ করিবার জন্য কাস্টমস এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে অনুমতি প্রদান করা হইবে। প্রবেশ বন্দর ত্যাগ করিবার অনুমতি প্রদানের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা T1 এর একটি কপি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বহির্গমন বন্দরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন। যেই সমস্ত কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবস্থা চালু হয় নাই, সেই সমস্ত কাস্টমস স্টেশনে প্রবেশ বন্দর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত দলিলাদি (কায়িক পরীক্ষণ প্রতিবেদন, স্ক্যানিং ইমেজ, পুনঃসিলাবদ্ধকরণ নম্বর ইত্যাদি তথ্যাদি) ইলেক্ট্রনিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রস্থানকারী বন্দরে প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।

(ঞ) অনিবার্য কারণে পথিমধ্যে গৃহীতব্য ব্যবস্থা:

বিধিমালার বিধি-১৪ এর বিধান অনুযায়ী প্রবেশ বন্দর এবং প্রস্থান বন্দরের মধ্যবর্তী কোন স্থানে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যবাহী যানবাহন বিকল হইলে অথবা দুর্ঘটনায় পতিত হইলে উক্ত স্থান যেই কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রাধীন সেই কমিশনার, ট্রানজিট সমন্বয়কারী, সংশ্লিষ্ট প্রবেশ বন্দর এবং প্রস্থান বন্দরের সহায়তাকারী কর্মকর্তাগণকে ট্রানজিট অপারেটর কর্তৃক অবিলম্বে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনানুগ বিধিবিধান পরিপালনপূর্বক কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে যানবাহনের খোল উন্মোচন এবং পণ্যবাহী কনটেইনার এক যানবাহন হইতে অন্য যানবাহনে স্থানান্তর করা যাইবে। তবে পণ্যবাহী কাভার্ড ভ্যান এবং ট্যাঙ্কারের পণ্য কেবল যথাক্রমে কাভার্ড ভ্যান এবং ট্যাঙ্কারে স্থানান্তর করা যাইবে। প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক সিল ও লক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ইলেক্ট্রনিক সিল ও লক অপসারণ, সংযোজন এবং প্রয়োজনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা গ্রহণসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদন করিবে।

(ট) প্রস্থান বন্দরের কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা:

ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যবাহী যানবাহন বহির্গমন বন্দরে (port of exit) আগমনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা ট্রানজিট ঘোষণার তথ্য যাচাইয়ের পাশাপাশি যানবাহনের তথ্য এবং সংযুক্ত ইলেকট্রনিক সিলের অখন্ডতা যাচাই করিবেন এবং যাচাইয়ান্তে যথাযথ পাওয়া গেলে তাহা কাস্টমস ট্রানজিট ঘোষণাতে (T1) এন্ট্রি প্রদান করিবেন। অতঃপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ইলেকট্রনিক সিল ও লক সেবা প্রদানকারী ইলেকট্রনিক সিল অবমুক্ত করিবেন। কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে 'Validate Arrival' অপশন এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট T1 ট্রানজিট ঘোষণা update অথবা validate পূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা T1 ঘোষণা বন্ধ (close) করিবেন। উক্তরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবে এবং ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান বহির্গমণ বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ত্যাগের অনুমতি প্রদান করা যাইবে। কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে validation-এর মাধ্যমে প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবে। যেই সমস্ত কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম চালু হয় নাই, সেই সমস্ত কাস্টমস স্টেশনে প্রস্থান বন্দর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত দলিলাদি ইলেক্ট্রনিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবেশ বন্দরে প্রেরণ নিশ্চিত করিবে এবং ইহার মাধ্যমে প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সর্ম্পকে অবহিত হইবে।

তবে, Bill of Ladding/Truck receipt-এ উল্লিখিত সিল (one time lock) অথবা ইলেকট্রনিক সিল পর্যবেক্ষণে কোন অসঙ্গতি, অনিয়ম বা সিল বিকৃতির কোন আলামত পাওয়া গেলে অথবা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে প্রস্থান বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ উক্ত পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষা করিতে পারিবে। কায়িক পরীক্ষায় পণ্য ঘোষণা অনুযায়ী যথাযথ পাওয়া সাপেক্ষে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের অনুমতি প্রদান করিবেন। Bill of Ladding/Truck receipt-এ উল্লিখিত সিল (one time lock) অথবা ইলেকট্রনিক সিলের বিকৃতি বা অন্যবিধ অসঙ্গতির কারণে কায়িক পরীক্ষায় ঘোষণার সহিত অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ট্রানজিট সুবিধায় বাংলাদেশি যানবাহন ভারতে প্রবেশের পর পণ্য খালাস করিয়া খালি কন্টেইনারসহ যানবাহন বা শুধু যানবাহন বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে কাস্টমস ট্রানজিট ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন হইবে না। তবে, এইক্ষেত্রে যানবাহনটি ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট এর পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হইয়াছিল কীনা তথ্যটি যাচাই করিয়া সঠিক পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে অথবা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে এন্ট্রি করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিবেন। খালি কন্টেইনারসহ যানবাহন বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে, কন্টেইনারটি বাংলাদেশ হইতে বর্হিগমন হইবে/অফডকে ফেরত আসিবে এই শর্তে ট্রানজিট অপারেটর কর্তৃক ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে একটি কাস্টমস রিস্ক বন্ড দাখিল করিতে হইবে।

(ঠ) ট্রানজিট কাল:

উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত SOP অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর (port of entry) ত্যাগের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পণ্যচালান বাংলাদেশের বহির্গমন বন্দর (port of exit) এ প্রবেশ করিবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে উক্ত সময়ের মধ্যে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান পরিবহন কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব না হইলে প্রবেশ বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ কারণ উল্লেখ করিয়া লিখিতভাবে আবেদন করিলে যুক্তিসঙ্গত সময় বর্ধিত করা যাইবে। বর্ধিত সময়ে প্রস্থানের ব্যর্থতায় প্রযোজ্য শুল্ক-কর আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(ড) বন্ড অবমুক্তকরণ:

ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইলে কাস্টমস বন্ড অবমুক্তির উদ্দেশ্যে পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট ট্রানজিট অপারেটর নিম্নলিখিত দলিলাদিসহ প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট-এর কমিশনার অথবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট একটি আবেদন দাখিল করিবেন:

(i) শুল্কায়িত ট্রানজিট ঘোষণা (IM-8);

(ii) প্রস্থান বন্দরের কাস্টমস কর্তৃক প্রত্যায়িত ট্রানজিট ঘোষণা (T1); এবং

(iii) দাখিলকৃত কাস্টমস বন্ডের অনুলিপি।

উক্তরুপে দাখিলকৃত আবেদন প্রাপ্তির পর এতদুদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমের তথ্যের ভিত্তিতে আবেদন এবং দলিলাদির যথার্থতা যাচাই করিবেন। যাচাইকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নলিখিত বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত হইবেন:

(i) ট্রানজিট ঘোষণা (IM-8) যথাযথভাবে শুল্কায়িত এবং প্রযোজ্য ফি ও চার্জ এবং এর উপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধিত হয়েছে;

(ii) ট্রানজিট ঘোষণা (T1) যথাযথভাবে close করা হয়েছে।

পণ্যচালান বাংলাদেশ সীমানা অতিক্রমের প্রমাণ পাওয়ার পর উপরিউক্ত বিষয়াদি নিশ্চিত হইয়া প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ গৃহীত বন্ড অবমুক্ত করিবে। কন্টেইনারসহ যানবাহন বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে, কন্টেইনারটি পুনরায় বাংলাদেশ হইতে বর্হিগমনের যথার্থতা প্রমাণিত হইলে দাখিলকৃত কাস্টমস রিস্ক বন্ড অবমুক্ত করিবে।

৭। **সমন্বয়:** ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালানের কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতার কার্যকর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রবেশ বন্দর এবং প্রস্থান বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পরস্পরের সহিত সমন্বয় সাধন করিবে।

৮। **সংশোধন:** এই আদেশের কোন বিধান পরিমার্জন বা সংশোধনের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।

৯। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

২৪.০৪.২০২৩

ড. আব্দুল মান্নান শিকদার
সদস্য (গ্রেড-১)
কাস্টমস নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

প্রাপক:
উপ-পরিচালক
বিজি প্রেস
তেজগাঁও, ঢাকা।
(তাঁকে বাংলাদেশ গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৫৫.২২.০০১.২২ ৭৮ তারিখ: ২৪ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিঃ

বিতরণ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/মোংলা।
২। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট/কুমিল্লা।
৩। মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৬। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৭। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা।
৮। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পিলখানা, ঢাকা।
৯। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা/যশোর/ঢাকা পশ্চিম/ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা পূর্ব/ ঢাকা উত্তর/কুমিল্লা/ রংপুর/ সিলেট/চট্টগ্রাম।

১০। সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]।
১১। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
১২। পিএ টু সদস্য (কাস্টমস) সকল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

২৪/০৪/২৫

(নিপুণ চাকমা)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও চুক্তি)
ফোন: +৮৮০২ ২২২২১৭৮৫৩
ই-মেইল: cus.ita.nbr@gmail.com

পরিশিষ্ট-১

Transit Declaration IM-8

অনুচ্ছেদ ২(ছ) দ্রষ্টব্য]

ASYCUDA

1 DECLARATION: IM | 8

Office Code

Registration

3 Page: 1 | 1

4 N/A

Manifest

2 Consignor/Exporter BIN:

5 Items: 1

6 Tot pack.

7 Agent Reference number: 2023

8 Consignee/Importer BIN:

9 N/A

11 N/A

13 N/A

14 Declarant/Agent AIN:

15 Country of export

15 C. E. Code a| b|

17 C. D. Code a| b|

16 Country of origin

17 Country of destination

19 CF

20 Delivery terms

21 N/A

BSTI

N.Cash

22 Cur. Total Invoice Value

23 Exch. rate

24 Nature of transac.

25 MOT

26 MOT Domestic

28 Financial and banking data

Bank Code

Branch

LC No

Bank Name

Sector & Fund Src

30 Location of goods

31 Packages and description of goods

Marks and numbers

Fine/Penalty

MVF

Nber of Pkgs

Pkg Code

Containers No(s)

Description of Goods,Brand,Model,Size

32 Item: 1 No.

33 HS Code

34 Cty. orig. Code a| b|

35 Gross weight (kg)

36 Agr.Cd.

37 CPC

38 Net weight (kg)

39 Visa Ref

40BL/AWB/TR/RRNo

S/L

41 Quant./Units

44 Add. info Documents Produced Certificates and authorization

CRF/EXP No

UP/UD

A.D.

INV

Dec.U.Price

Ass.U.Price

A.I. Code

41 bis Write-off units

46 Statistical value

47 Calculation of taxes

Type	Tax base	Rate	Amount	MP
	Total			

48 Account Current No

49 Warehouse Number / Period

B ACCOUNTING DETAILS

Mode of payment: CASH

Assessment number / Date

Receipt number Date

Guarantee Date

Total fees BDT

Total declaration BDT

50 Principal No.

Represented by

Place and date

Signature

C OFFICE OF DEPARTURE

51 Intended offices of transit and country

52 Guarantee not valid for

Code

53 Office of destination and country

D CONTROL BY OFFICE OF DESTINATION

Stamp:

54 Place and date

Signature

পরিশিষ্ট-২

Transit Declaration T1

[অনুচ্ছেদ ২(ছ) দ্রষ্টব্য]

ASYCUDA

A CUSTOMS OFFICE

4	5	2 Exporter /... No.
Copy for the office of destination	Copy for return	8 Consignee No.
		14 Declarant No.
		18 Identity and nationality of active means of transport at departure / 19 Ctr.
		21 Identity and nationality of active means of transport crossing the border
		25 Mode Transport at border / 27 Place of loading/unloading
4	5	

1 DECLARATION T1

3 Forms 1 1 | 4 Load List

5 Items 1 | 6 Nbr packages | 2023

Transit Numbering

15 Country of export | 15 C.E. Code a| b| | 17 C.D. Code a| b|

17 Country of destination

31 Packages and description of goods — Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind

Marks & no

of packages

Nbr & Kind

Containers No(s)

32 Item 1 No.

33 Commodity code

35 Gross mass (kg)

38 Net mass (kg)

40 Summary declaration / Previous document

44 Add. info Documents Produced Certificates and autho-rization

A.I. Code

Tranship-ment	Place and country	Place and country
	Ident. and Nat. new means transp.	Ident. and Nat. new means transp.
	Ctr. (1) Identity of new containers:	Ctr. (1) Identity of new containers:
	(1) Enter 1 if Yes or 0 if No.	(1) Enter 1 if Yes or 0 if No.
FCERTIFI-CATION BY COMPETENT AUTHORI-TIES	New seals Number Identity Signature: Stamp:	New seals Number Identity Signature: Stamp:

50 Principal No. Signature

COFFICEOFDEPARTURE

Represented by

Place and date

51 Intended offices of transit and country

52 Guarantee not valid for | Code | 53 Office of destination and country

DCONTROLBYOFFICEOFDEPARTURE Stamp:

Results:

Seals affixed: Number: Identity: Time Limit:

Customs officer name: Departure date:

Signature and name of declarant/representative

অনুমোদিত ট্রানজিট রুটসমূহ

(অনুচ্ছেদ ৩ দ্রষ্টব্য)

(i) চট্টগ্রাম বন্দর-আখাউড়া-আগরতলা

(ii) মোংলা বন্দর- আখাউড়া-আগরতলা

(iii) চট্টগ্রাম বন্দর-তামাবিল- ডাউকি

(iv) মোংলা বন্দর- তামাবিল- ডাউকি

(v) চট্টগ্রাম বন্দর-শেওলা-সুতারকান্দি

(vi) মোংলা বন্দর-শেওলা-সুতারকান্দি

(vii) চট্টগ্রাম বন্দর -বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর

(viii) মোংলা বন্দর-বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর

(ix) আগরতলা- আখাউড়া-চট্টগ্রাম বন্দর

(x) আগরতলা- আখাউড়া- মোংলা বন্দর

(xi) ডাউকি-তামাবিল- চট্টগ্রাম বন্দর

(xii) ডাউকি-তামাবিল-মোংলা বন্দর

(xiii) শেওলা-সুতারকান্দি- চট্টগ্রাম বন্দর

(xiv) শেওলা-সুতারকান্দি- মোংলা বন্দর

(xv) শ্রীমন্তপুর-বিবিরবাজার-চট্টগ্রাম বন্দর

(xvi) শ্রীমন্তপুর-বিবিরবাজার-মোংলা বন্দর

পরিশিষ্ট-৪

ট্রানজিট অপারেটর হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন

(অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)

বরাবর

সভাপতি

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

মহোদয়,

আমি/আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং---------এর অনুচ্ছেদ-৫ এর আওতায় ট্রানজিট অপারেটর হিসেবে তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে আবেদন করিতেছি।

বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা :-

১। লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানের নাম :

২। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

৩। লাইসেন্সের মালিকানার প্রকৃতি :

৪। লাইসেন্স নম্বর এবং মেয়াদ :

৫। ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN) :

৬। ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর (BIN) :

৭। অ্যাকাউন্ট নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা :

৮। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত জনবলের তালিকা :

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলাদি সঠিক ও সত্য এবং আমি/আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং --------- তারিখ ---------- পড়িয়াছি এবং আমি/আমরা নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, তালিকাভুক্ত হইলে আমি/আমরা এই আদেশের বিধানাবলীসহ প্রযোজ্য অন্যান্য সকল বিধানাবলী মানিয়া চলিব।

আপনার বিশ্বস্ত

তারিখ:

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল)

পরিশিষ্ট-৫

রিস্ক বন্ড সম্পাদন
(অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)

২০-- সনের ---------- নম্বর

এই দলিল দ্বারা সংশিষ্ট সকলকে অবগত করানো যাইতেছে যে, আমি/আমরা ---------- ---------- এই মর্মে বাংলাদেশ সরকারের নিকট ---------- টাকার দায়ে আমি/আমরা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ যাহা পরিশোধের জন্য আমি/আমরা নিজেকে/নিজেদেরকে, আমার/আমাদের এবং আমার/আমাদের সকল উত্তরাধিকার, নির্বাহক এবং প্রশাসক উক্ত অর্থ পরিশোধে আজ দুই হাজার ------ সনের -------মাসের -------- তারিখ দায়বদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইলাম।

যেহেতু, আমি/আমরা ----------Customs Act 1969, (Act No. IV of 1969) এর Section 207 এর আওতায় ট্রানজিট অপারেটর হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছি এবং ---------- Section 219, উক্ত আইনের THIRD SCHEDULE এর ২১ নং দফার সহিত পঠিতব্য, এর অধীন প্রণীত কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট বিধিমালা, ২০২১ এর আওতায় আবশ্যক এই বন্ডে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলাম এবং যেহেতু ---------- বাংলাদেশ সরকারের সহিত আমার/আমাদের, আমার/আমাদের করণিক এবং কর্মচারীর কাস্টম হাউস ও কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট প্রবিধান এবং সেখানকার কর্মকর্তাদের সাথে বিশ্বস্থ আচরণের জন্য নিরাপত্তা জামানতে আবদ্ধ হইলাম।

অতঃপর উপরিল্লিখিত বন্ড এর শর্ত হইতেছে এই যে ----------উভয়ই এই প্রাধিকার ধারণকালে কাস্টম হাউস ও কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট প্রবিধান অনুযায়ী বিশ্বস্ততার ও দুর্নীতিবিহীনভাবে সর্বদা কার্য সম্পাদন করিব এবং তালিকাভুক্ত ব্যক্তি হিসাবে তার/তাহাদের কার্যক্রম এবং (খ) ---------- তার/তাহাদের নির্বাহক বা প্রশাসক কৃতকর্ম এবং সকল সময় বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে সকল এবং সমুদয় অর্থ যা---------- ---------- এর বৈধ পদ্ধতিতে কৃত অবৈধ কর্মকান্ড বা অবহেলার জন্য প্রাপ্য হইয়াছে তাহা বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে প্রদান করা না হয় তবে উপরিল্লিখিত বন্ড অকার্যকর হইবে, অন্যথায় এটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী থাকিবে।

উপস্থিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উপরিল্লিখিত নামীয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত, সিলমোহরকৃত ও সরবরাহকৃত।

আমার সম্মুখে সম্পাদিত
২০-- সনের --------- তারিখ

স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও স্বাক্ষর

১। ----------
২। ----------

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ